বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
তারিখঃ ৩০-০১-২০২০ (পৃঃ ১২,১১)

কৃষি যন্ত্রপাতিতে বিপ্লব

দেশীয় বাজার চাহিদা ১০ হাজার কোটি টাকা

রুহুল আমিন রাসেল

কেবল ফসল উৎপাদনেই নয়, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ প্রযুক্তিতেও বিপ্লব করেছে বাংলাদেশ। এখন প্রতি বছর কৃষকের চাহিদা ১০ হাজার কোটি টাকার মেশিনারিজ। আছে রপ্তানি সম্ভাবনাও। তবে সরকারি সহায়তায় ঘাটতি দেখছেন উদ্যোক্তারা। তারা বলেছেন, চড়াসুদে ব্যাংক ঋণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে গিয়ে বিপাকে পড়ছেন। জানা গেছে, কৃষি আধুনিকায়নের ফলে কম খরচেও উৎপাদন এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

কৃষি যন্ত্রপাতিতে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] বেশি হচ্ছে। বাড়ছে আয়। দেশে এখন ৯০ শতাংশ কৃষি জমি তৈরির কাজ করছে ট্রাক্টর। ফলে ফসলের উৎপাদনও ১২ থেকে ৩৪ শতাংশ বেড়ে গেছে। বপন যন্ত্র ব্যবহারের ফলে ২০ শতাংশ পর্যন্ত বীজ ও সার সাশ্রয় হচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। স্থানীয়ভাবে তৈরি এসব কৃষি যন্ত্রপাতির চাহিদার বৃদ্ধির ফলে গড়ে ওঠেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি যন্ত্র তৈরির কারখানা। দেশে কৃষি যন্ত্রাংশের উৎপাদন শুরু হয় আশির দশকে। ঢাকার জিনজিরা, ধোলাইখাল, টিপু সুলতান রোড, নারায়ণগঞ্জের ডেমরায় বিপুল পরিমাণে কৃষি যন্ত্র উৎপাদন শুরু হয়। বর্তমানে বগুড়া, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, ফরিদপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে মানসম্মত যন্ত্রাংশ তৈরি হচ্ছে। তবে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও প্রয়োজনীয় সরকারি উদ্যোগ ও অবকাঠামো না থাকায় এই খাতের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা।

বাংলাদেশ এগ্রিকালচার মেশিনারিজ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি খন্দকার মনিউর রহমান জুয়েল বলেন, দেশীয় বাজারে প্রতি বছর ১০ হাজার কোটি টাকার কৃষি মেশিনারিজের চাহিদা রয়েছে। তবে কৃষি যন্ত্রাংশ তৈরি ও রপ্তানিতে প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও, সরকারি সহায়তা নেই। তারপরও দেশে উন্নত মানের কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে। এমনকি চীনের চেয়েও উন্নত মানের মেশিনারিজ তৈরি করছে বাংলাদেশ। কিন্তু ক্রেতারা এখনো বিদেশি মেশিনের দিকে ঝুঁকছেন।

বাংলাদেশ এগ্রো-প্রসেসর অ্যাসোসিয়েশন-বাপা'র শিল্প পরিদর্শন কমিটির চেয়ারম্যান ইশাকুল হোসেন সুইট বলেন, দেশে ধান উৎপাদন সাড়ে তিনগুণ বেড়েছে শুধু কৃষি আধুনিকায়নের ফলে। তবে কৃষির আরও আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত সরকারি সহায়তা প্রত্যাশা অনুযায়ী কম। এর সঙ্গে ব্যাংক ঋণের উচ্চসুদ ও উদ্যোক্তাদের ঋণ না পাওয়াটাও বড় চ্যালেঞ্জ। তবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের পরিচালক মো. নাজিম উদ্দিন বলেন, দেশের কৃষি উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়েছে আধুনিক যন্ত্রাংশ ব্যবহারের জন্য। কৃষক ও উদ্যোক্তাদের সচেতন করতে আমরা বিভিন্ন এলাকায় মেলার আয়োজন করেছি। এই খাতে ভর্তুকির ফলে কৃষি উৎপাদনের চিত্র বদলে গেছে। এখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, রাজস্ব খাত থেকে সরাসরি কৃষকদের ভর্তুকি দেওয়া হবে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ওপর। প্রকল্পটি খুব দ্রুত শুরু হবে। দেশের কৃষিকে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর করা গেলে উৎপাদন ৩/৪ গুণ বাড়ানো সম্ভব। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগের প্রফেসর ড. এ টি এম জিয়াউদ্দিন মতে, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ফলে ফসলের উৎপাদন খরচ কমে যাওয়ার পাশাপাশি ফসলের নিবিড়তা ৫-২২ ভাগ বেড়ে যায়।